বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গবেষণা নীতিমালা (সংশোধিত)

০৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬/২১ মে ২০০৯ তারিখে
অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ
কেন্দ্রের গবেষণা কমিটি- এর ৪০তম
সভায় সংশোধিত।

গবেষণা ও উপদেশনা বিভাগ
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

গবেষণা নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ

১.১ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গবেষণা নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কর্মকর্তা ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারীদের পেশাদারিত্বের উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গবেষণা/প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা;

(খ) কেন্দ্র পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদানের জন্য গবেষণা করা;

(গ) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৬ (জ) ধারা মোতাবেক প্রশাসন ও উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদানের জন্য গবেষণা ও পরামর্শদান কার্যক্রম পরিচালনা;

(ঘ) দেশের সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যার উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(ঙ) দেশীয়/আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুরোধে এবং বোর্ড অব গভর্নরস্-এর নির্দেশনায় যে কোন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণা কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা

২.১ গবেষণা কমিটির কাঠামো

কেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি গবেষণা কমিটি থাকবে। এই কমিটি কেন্দ্রের বোর্ড অব গভর্নরস কর্তৃক গঠিত হবে। কমিটির কাঠামো নিম্নরূপ হবেঃ

(ক) বোর্ড অব গভর্নরস্ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য মনোনীত সদস্য ঃ সভাপতি
(খ) কেন্দ্রের সকল এমডিএস ও সমপর্যায়ের কর্মকর্তা (পদাধিকার বলে) ঃ সদস্য
(গ) বোর্ড অব গভর্নরস্ কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন কেন্দ্র বহির্ভূত বিশেষজ্ঞঃ সদস্য
(ঘ) পরিচালক, গবেষণা ও উন্নয়ন (পদাধিকার বলে) ঃ সদস্য-সচিব

২.২ গবেষণা কমিটির কার্যপরিধি

গবেষণা কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপঃ

(ক) কেন্দ্রের সকল গবেষণা প্রকল্পের প্রস্তাব পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রদান;
(খ) গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশনা সম্পর্কে অভিমত প্রদান।

২.৩ গবেষণা প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নঃ

(ক) গবেষণা কমিটির সুপারিশকৃত প্রস্তাবসমূহ রেক্টর চূড়ান্ত অনুমোদন দিবেন এবং বোর্ড অব গভর্নরসকে অবহিত করবেন;

(খ) কেন্দ্রের রেক্টর অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন এবং এ সম্পর্কে বোর্ড অব গভর্নরস্‌কে অবহিত করবেন;

(গ) রেক্টর গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশনা সম্পর্কে প্রাপ্ত অভিমত অনুসারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিবেন।

২.৪ গবেষণা প্রকল্পের ধরন

অনুমোদিত বাজেট অনুসারে দু'ধরনের প্রকল্প পরিচালিত হবেঃ

(ক) ছোট প্রকল্প ঃ অনূর্ধ্ব ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা বাজেট সম্পন্ন প্রকল্প

(খ) বড় প্রকল্প ঃ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার উর্ধ্বে বাজেট সম্পন্ন প্রকল্প

(গ) প্রকল্পের আর্থিক পরিধি রেক্টর সময়ে সময়ে নির্ধারণ করতে পারবেন।

২.৫ গবেষণা কার্যক্রম মূল্যায়ন

প্রতিটি বড় প্রকল্পের ক্ষেত্রে ২ জন মূল্যায়নকারী কেন্দ্রের গবেষণা কমিটি কর্তৃক নিয়োজিত হবেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন কেন্দ্র বহির্ভূত বিশেষজ্ঞ ও কেন্দ্রের একজন কর্মকর্তা থাকবেন। উক্ত মূল্যায়নকারীগণ গবেষণা প্রস্তাবে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও পরিধির আলোকে গবেষণার উপদেশনা প্রদান করবেন এবং এই নীতিমালার ২.১১ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সেমিনারের মাধ্যমে গবেষণা প্রতিবেদনের চূড়ান্ত অনুমোদন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান করবেন। অর্পিত মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান ও গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবেন। ছোট প্রকল্পে একজন মূল্যায়নকারী থাকবে।

২.৬ গবেষণা প্রস্তাবের বিষয়সমূহ

একটি গবেষণা প্রস্তাবে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ

(ক) ভূমিকা/গবেষণা সমস্যা (Research Problem)
(খ) গবেষণার যৌক্তিকতা
(গ) গবেষণার উদ্দেশ্য
(ঘ) গবেষণার পরিধি
(ঙ) গবেষণা পদ্ধতি (বিশদ বিবরণসহ)
(চ) বিশ্লেষণ/উপাত্ত উপস্থাপন পরিকল্পনা
(ছ) গবেষণা প্রকল্পে নিয়োগযোগ্য ব্যক্তিবর্গ
(জ) কর্ম পরিকল্পনা/সময়সীমা
(ঝ) বাজেট
(ঞ) গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক এবং/অথবা যুগ্ম-পরিচালকের জীবন বৃত্তান্ত।

২.৭ গবেষণা প্রকল্প নির্বাচন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া

গবেষণা প্রকল্প নির্বাচন ও অনুমোদনের সময়সূচি নিম্নরূপ হবেঃ

(ক) গবেষণা কমিটির সদস্য সচিব কর্তৃক গবেষণা প্রস্তাব অনুষদ সদস্যদের কাছ থেকে আহবানঃ **জানুয়ারী**

(খ) গবেষণা প্রস্তাব পাওয়ার পর গবেষণা কমিটি গবেষণা নীতিমালার ১.১ সংখ্যক অনুচ্ছেদের সাথে গবেষণা প্রস্তাব কতটা সম্পৃক্ত এবং Core Course ও অন্যান্য কোর্সের সাথে কতটা প্রত্যক্ষভাবে এর সামঞ্জস্য রয়েছে তা পরীক্ষা করবে। গবেষণা কমিটি প্রয়োজনে একটি সেমিনারের মাধ্যমে এ কাজ সম্পন্ন করবে। সেমিনারে গবেষণা প্রস্তাব পেশকারীগণ তাদের নিজ নিজ গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপন করবেন। উক্ত সেমিনারের ব্যয়ভার বিপিএটিসি বহন করবেঃ **ফেব্রুয়ারী**

(গ) সেমিনার হতে প্রাপ্ত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণা কমিটি গবেষণা প্রস্তাব (সমূহ) যাচাই বাছাই শেষে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গবেষণা কমিটি

অনুমোদনের জন্য সুপারিশকৃত গবেষণা প্রস্তাব (সমূহ) পরিমার্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষক (গণ) কে পরামর্শ প্রদান করবেঃ **মার্চ**

(ঘ) গবেষণা প্রকল্প/প্রকল্পসমূহের অনুমোদন ও এর অনুকূলে দপ্তর আদেশ জারীকরণঃ **এপ্রিল**

(ঙ) অনুমোদিত গবেষণা প্রকল্প/প্রকল্পসমূহের অনুকূলে **১ম** কিস্তির অর্থ অগ্রীম প্রদানঃ **জুলাই**

২.৮ গবেষণা প্রকল্পের মেয়াদ

গবেষণা প্রকল্পের মেয়াদ সাধারণভাবে অর্থবছরের মধ্যে সীমিত থাকবে। তবে কেন্দ্রের রেক্টর প্রয়োজনবোধে এই সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবেন।

২.৯ প্রকল্পের আরম্ভ

গবেষণা প্রকল্প অনুমোদনের পর পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) প্রতিটি অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে দপ্তর আদেশ জারী করবেন এবং একই সময়ে প্রতিটি গবেষণা প্রকল্পের অনুকূলে প্রথম কিস্তির অর্থ অগ্রিম হিসাবে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। দপ্তর আদেশ জারীর তারিখ থেকে প্রকল্পের আরম্ভ গণনা করা হবে।

২.১০ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রতিটি প্রকল্পের পরিচালক/যুগ্ম-পরিচালক প্রতি খৃষ্টীয় মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) এর নিকট পেশ করবেন। গবেষণা ও উপদেশনা বিভাগের মাসিক সভায় চলমান প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।

২.১১ সেমিনারে খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন

প্রতিটি গবেষণা প্রকল্পের খসড়া প্রতিবেদন কেন্দ্রের অনুষদ সেমিনারে উপস্থাপন করা হবে। গবেষণা কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষক পরিমার্জিত গবেষণা প্রতিবেদনের ১০ (দশ) কপি গবেষণা অধিশাখায় দাখিল করবেন।

২.১২ গবেষণা প্রকল্পের প্রতিবেদন অনুমোদন

প্রতিটি গবেষণা প্রকল্পের প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নকারীগণের মতামত অনুসারে গবেষণা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

২.১৩ গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব

কেন্দ্র পরিচালিত সকল গবেষণা প্রকল্পের প্রতিবেদনের স্বত্ব কেন্দ্রের নিকট ন্যস্ত থাকবে। তবে গবেষক কেন্দ্রের অনুমতি সাপেক্ষে তা কেন্দ্রের বাইরে অন্য কোথাও প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে পারবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণা প্রকল্প পরিচালনার যোগ্যতা ও অন্যান্য শর্তাবলী

৩.১ প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্ম-পরিচালকের যোগ্যতা

৩.১.১ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কিত যেকোন কর্মকর্তা ও বিশেষযোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারী গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক বা যুগ্ম-পরিচালক হতে পারবেন। গবেষণা কমিটি পরিচালক ও যুগ্ম-পরিচালকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৩.১.২ গবেষণা প্রস্তাবে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কেন্দ্রবহির্ভূত যে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণা প্রকল্প পরিচালনায় সম্পৃক্ত করা যাবে।

৩.১.৩ ছোট প্রকল্পে কোন যুগ্ম-পরিচালক থাকবে না।

৩.১.৪ কোন প্রকল্পে একাধিক গবেষক জড়িত থাকলে গবেষণা দলের সকল সদস্যকে ঐ প্রকল্পের দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদন হবার পর যদি প্রকল্প পরিচালক/যুগ্ম পরিচালক বদলি/অবসরে যান তবে তিনি প্রকল্প শেষ করতে পারবেন। গবেষণা নীতিমালার ৪.৯ অনুযায়ী প্রকল্পের যাবতীয় আর্থিক দায়িত্ব তাকে বহন করতে হবে এবং এতৎসংশ্লিষ্ট বিল ভাউচার কর্তৃপক্ষকে দেখানোর জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

৩.২ কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে আরোপিত শর্ত

কেন্দ্রের কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী একটি অর্থ বছরে সর্বাধিক দুটি গবেষণা প্রকল্পে নিযুক্ত হতে পারবেন। গবেষণা কর্মের জন্য ভ্রমণকালকে দাপ্তরিক কাজে কর্মরত হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে উক্ত ভ্রমণের জন্য গবেষণা প্রকল্পের বাজেট হতে ভ্রমণ ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। কেন্দ্র হতে আলাদাভাবে ভ্রমণ ভাতা দেয়া হবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

গবেষণা প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৪.১ তহবিলের উৎস

নিম্নলিখিত উৎসসমূহ থেকে গবেষণা প্রকল্পের তহবিল গঠিত হবেঃ

(ক) কেন্দ্রের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের গবেষণা উপ-খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ এবং
(খ) দেশী ও বিদেশী সংস্থা কর্তৃক গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রদত্ত অর্থ।

৪.২ প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্ম-পরিচালকের সম্মানী

৪.২.১ প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটের সর্বোচ্চ ৫০% অর্থ গবেষণা প্রকল্প পরিচালক, যুগ্ম-পরিচালক, গবেষণা সহযোগী ও সদস্যগণ সম্মানী হিসেবে প্রাপ্য হবেন।

৪.২.২ বিদেশী এবং কেন্দ্র বহির্ভূত অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণার ক্ষেত্রে অর্থ দাতাদের সাথে আলোচনা করে সম্মানীর পরিমাণ ও অন্যান্য বিষয় নির্ধারণ করা হবে।

৪.৩ প্রাপ্ত ফি এর এক-তৃতীয়াংশ সরকারি খাতে জমাদান

এফ আর এস আরের বিধি ৯(৯) অনুসারে গবেষকদের remuneration সাধারণ রাজস্ব খাত হতে প্রদেয় বিধায় তা ফি নয় বরং সম্মানীর সংজ্ঞাভুক্ত। তাই প্রাপ্য সম্মানী থেকে কোন অর্থ সরকারী তহবিলে জমা দিতে হবে না। তবে কেন্দ্রের রাজস্ব খাত ভিন্ন অন্য কোন উৎসের অর্থায়নে কোন গবেষণা পরিচালিত হলে তা 'ফি' হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রাপ্ত 'ফি'-এর এক-তৃতীয়াংশ এস,আর-১২ অনুসারে কেন্দ্রে জমা দিতে হবে।

৪.৪ মূল্যায়নকারীদের সম্মানী

(ক) গবেষণা প্রস্তাব প্রাথমিক মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়নকারী সম্মানী বাবদ ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা প্রাপ্য হবেন এবং এ অর্থ কেন্দ্রের গবেষণা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে মিটানো হবে।

(খ) গবেষণা শেষে প্রতিটি গবেষণা প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়নকারী সদস্যদের প্রত্যেকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে সম্মানী পাবেন।

৪.৫ গবেষণা প্রকল্পের বাজেট বিভাজন

গবেষণা প্রকল্পের বাজেট বিভাজনে নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ

(ক) প্রকল্প পরিচালকের সম্মানী
(খ) যুগ্ম-পরিচালকের সম্মানী
(গ) মূল্যায়নকারীর সম্মানী (বড় প্রকল্পের ক্ষেত্র প্রযোজ্য)

(ঘ) গবেষণা সহায়তা ব্যয় (গবেষণা সহযোগী ও সহকারীদের সম্মানী, কেন্দ্র-বহির্ভূত সহকারীদের যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা, গবেষণা প্রস্তাব সেমিনারে উপস্থাপন ব্যয়, খসড়া প্রতিবেদনের ১০ (দশ) কপি মুদ্রণ ব্যয়, সভাপতি, আলোচকবৃন্দ ও র‍্যাপোর্টিয়ার-এর সম্মানী, প্রশ্নপত্র এবং খসড়া ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পুনর্মুদ্রণ ব্যয়, প্রচ্ছদ ও বাঁধাই ব্যয়, স্টেশনারী ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়, জ্বালানী তেল ক্রয় ইত্যাদি)।

(ঙ) খসড়া প্রতিবেদন বিবেচনার উদ্দেশ্যে আয়োজিত অনুষদ সেমিনারে সভাপতি, আলোচক ও র‍্যাপোর্টিয়ার প্রত্যেকে ১০০০/- (এক হাজার টাকা মাত্র) হারে সম্মানী প্রাপ্য হবেন যা সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রকল্পের বাজেট থেকে প্রদান করা হবে।

(চ) অনুমোদিত প্রকল্প বাজেটের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের বাজেট বিভাজন (উপ-খাতসমূহ) পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) এর নিকট পেশ করবেন। প্রতিটি অনুমোদিত প্রকল্পের বাজেট বিভাজন সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ (গবেষণা ও উপদেশনা) কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

৪.৬ গবেষণা প্রকল্পের অর্থ প্রদান, হিসাব সংরক্ষণ ও সমন্বয়করণ

৪.৬.১ গবেষণা প্রকল্পের আউট লাইন ও কর্মপরিকল্পনা প্রাপ্তির পর বরাদ্দকৃত তহবিলের ১ম কিস্তির টাকা ছাড় করা যাবে। সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রম সন্তোষজনক প্রতীয়মান হওয়া সাপেক্ষে ২য় কিস্তির টাকা ছাড় করতে হবে। গবেষণা প্রবন্ধ কর্মশালায় উপস্থাপন, কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে সংশোধন এবং external evaluator- এর অনুকূল মতামত প্রাপ্তির সাপেক্ষে সর্বশেষ কিস্তির অর্থ ছাড় করতে হবে। পূর্বে গৃহিত অর্থের সমন্বয় না করা পর্যন্ত পরবর্তি কিস্তির অর্থ প্রদান করা যাবে না।

৪.৬.২ প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা প্রকল্পের অর্থ দুই কিস্তিতে প্রদান করা হবে। প্রথম কিস্তিতে অনুমোদিত প্রকল্প বাজেটের শতকরা ৬০ ভাগ অর্থ প্রকল্প পরিচালকের অনুকূলে অগ্রিম হিসেবে প্রদান করা হবে এবং প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের নামে যে কোন ব্যাংকে চলতি হিসাব খুলে চেকের মাধ্যম সকল ব্যয় নির্বাহ করবেন। প্রকল্প পরিচালক ব্যয়কৃত অর্থের ভাউচার, রশিদ, হিসাব বিবরণী ইত্যাদি অর্থ অধিশাখায় জমা দিয়ে প্রথম কিস্তিতে গৃহীত অগ্রিম সমন্বয় করবেন। খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন সেমিনারে উপস্থাপন, গবেষণা কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন অনুমোদন এবং ১০ কপি চূড়ান্ত প্রতিবেদন পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) এর নিকট জমা দেয়ার পর অর্থ অধিশাখা দ্বিতীয় কিস্তিতে বাকী শতকরা ৪০ ভাগ অর্থ প্রকল্প পরিচালকের অনুকূলে প্রদান করবে। প্রকল্প পরিচালক চূড়ান্ত হিসাব, বিল, ভাউচার, রশিদ, ব্যয়বিবরণীসহ অর্থ অধিশাখায় জমা দিয়ে প্রকল্পের হিসাব সমন্বয় করবেন। সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জুন মাসের পূর্বে দ্বিতীয় কিস্তির গৃহীত অর্থ সমন্বয় করতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণা কমিটি বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৪.৬.৩ প্রথম কিস্তির অর্থ থেকে সর্বোচ্চ মাত্র ৪০% ভাগ অর্থ গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক, যুগ্ম-পরিচালক, গবেষণা সহযোগী ও সদস্যগণ সম্মানী হিসেবে ব্যয় করতে পারবেন।

৪.৬.৪ কোন গবেষণা প্রকল্পে কেন্দ-বহির্ভূত গবেষক যুক্ত থাকলে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট গবেষকের অনুকূলে অর্থ ছাড় করা হবে এবং তিনি প্রকল্পের সকল আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করবেন।

৪.৭ গবেষণা প্রকল্পে নিয়োজিত গবেষকদের (প্রকল্প পরিচালক, যুগ্ম-পরিচালক ও গবেষণা সহযোগীদের) লিখিত সম্মতি জ্ঞাপন পত্র

(ক) গবেষণা প্রকল্পে নিয়োজিত প্রকল্প পরিচালক, যুগ্ম-পরিচালক ও গবেষণা সহযোগীগণ প্রত্যেকে কেন্দ্রকে এই মর্মে লিখিত সম্মতি-পত্র জ্ঞাপন করবেন যে তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রকল্পের কাজ সম্পাদনে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। কোন কারণে গবেষণা প্রকল্প অসম্পূর্ণ রেখে গবেষণা প্রকল্প থেকে অব্যাহতি নিলে গৃহীত সম্মানী (যদি গ্রহণ করে থাকেন) কেন্দ্রকে ফেরত প্রদান করবেন।

(খ) অনুমোদিত গবেষণা প্রকল্পে নিয়োজিত গবেষকদের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গবেষণা কমিটির অনুমোদন নিতে হবে। কোন কারণে গবেষণা কমিটির সভা আয়োজনে বিলম্ব হলে এমডিএস (গবেষণা ও উপদেশনা)-এর মাধ্যমে গবেষণা কমিটির সভাপতি মহোদয়ের নিকট হতে অনুমোদন নিতে হবে।

৪.৮ প্রকল্পের গৃহীত অর্থের জবাবদিহিতা

গবেষণা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন গবেষণা প্রকল্পের প্রতিবেদন গবেষণা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে ১০ কপি জমা না দিলে কিংবা প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রকল্পটি পরিত্যাজ্য হলে উক্ত প্রকল্প বাতিল বলে গণ্য করা হবে এবং গৃহীত সমুদয় অর্থ প্রকল্প পরিচালক কেন্দ্রের অর্থ অধিশাখায় ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন। যদি কোন প্রকল্পের ব্যয়ভার মেটানোর পর অর্থ উদ্বৃত্ত থেকে যায়, তবে তা প্রকল্প পরিচালক অর্থ অধিশাখায় ফেরত প্রদান করবেন। প্রকল্প পরিচালক যদি প্রকল্পে নিয়োজিত অন্য কোন কর্মকর্তা ও সহকারী তাঁর/তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন তাহলে গৃহীত অগ্রিম ফেরত দানে বাধ্য থাকবেন।

৪.৯ অডিট আপত্তি নিস্পত্তিকরণ

কোন গবেষণা প্রকল্পের হিসাব সংক্রান্ত ব্যয়ে অডিট আপত্তি দেখা দিলে প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্ম-পরিচালক অডিট আপত্তি নিস্পত্তিকরণের জন্য দায়ী থাকবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণা নীতিমালা প্রয়োগ ও পরিবর্তন

৫.১ কেন্দ্রের রাজস্ব বাজেট দ্বারা পরিচালিত গবেষণা প্রকল্প এবং পরামর্শদানমূলক গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অন্য যে কোন উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে পরিচালিত কোন গবেষণা প্রকল্পের সাথে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সম্পৃক্ত হলে তা এই গবেষণা নীতিমালার আওতায় আসবে না।

৫.২ সরকার অথবা বোর্ড অব গভর্নরস-এর নির্দেশক্রমে গৃহীত কোন গবেষণা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ বোর্ড অব গভর্নরস-এর পক্ষে কেন্দ্রের রেক্টর কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

৫.৩ সময়ের পরিবর্তন কিংবা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় যদি গবেষণা নীতিমালা পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে গবেষণা কমিটির সুপারিশক্রমে কেন্দ্রের রেক্টর উক্ত পরিবর্তন করতে পারবেন ও বোর্ড অব গভর্নরসকে অবহিত করবেন।

৫.৪ গবেষণা নীতিমালা অনুযায়ী গবেষণা প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।